PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

একবিংশ শতাব্দীতে অহিংসা নীতির ভূমিকা : একটি দার্শনিক আলোচনা

ঐশী ভট্টাচার্য্য [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া, ৭২২২০৬, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইলঃ oishibdn2016@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার: একবিংশ শতাব্দীতে প্রগতিশীল উন্নয়নের হাত ধরে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে৷ বিজ্ঞানের অগ্রগতির জোরে আজ মানুষ পৃথিবী ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে ভিনগ্রহে। উন্নয়নের পারদ তরতরিয়ে উপরে উঠছে ঠিকই কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে মানুষের মধ্যকার নৈতিকতা, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ। মনুষ্য সমাজের আনাচে-কানাচে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে বিভিন্ন হিংসাত্মক কার্যকলাপ। বর্তমান প্রজন্ম আজ দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ, হিংসাত্মক কুটিল বক্র মানসিকতার দ্বারা তাড়িত এবং অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজ আধিপত্য বিস্তারের তাগিদে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আবার কেউ জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে নিজের জীবন নাশ করতে ব্যস্ত। কেউবা তথাকথিত শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শকে বেমালুম ভুলে গিয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বিভিন্ন নেশাদ্রব্য সেবন করে ব্যভিচারে লিপ্ত। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্রস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে সম্পর্কযুক্ত করে সমাজে হিংসাত্মক বাতাবরণ সৃষ্টি করায় উন্মত্ত। এই হিংসা অনেক সময় পরস্পরের প্রাণ কেড়ে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। হিংসা, লোভ প্রভৃতি আজ পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে পা রেখেছে বৃহৎ মনুষ্য সমাজে। বর্তমান সমাজ আজ বিভিন্ন হিংসাত্মক কার্যকলাপে ক্ষতবিক্ষত। বর্তমান শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে তাই আমরা একটি স্বাভাবিক প্রশ্নের সম্মুখীন, তা হল - এই হিংসা থেকে মুক্তির কি কোন উপায় নেই ? এই হিংসা নিবৃত্তির উপায় কি অহিংসা হতে পারে না ?

সূচক শব্দ: অহিংসা, জৈন-দর্শন, বৌদ্ধ-দর্শন, যোগ দর্শন, গান্ধী-নীতি

সূচনাঃ 'অহিংসা' এই শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রই প্রথম যে অর্থটি অনুভূত হয় তা হল - হিংসা না করা I অর্থাৎ কায়িক-বাচিক ও মানসিকভাবে কোনো জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতিকর কথা না বলা, কোন জীবের ক্ষতি চিন্তা না করা হল অহিংসা I অহিংসা একটি নৈতিক তত্ত্ব I বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি সংহিতা এমনকি মহাভারতেও এই অহিংসা নীতির উল্লেখ পাওয়া যায় I ভারতীয় দর্শনের মধ্যে শুধুমাত্র জৈন দর্শনেই নয় বরং বৌদ্ধ, যোগ প্রভৃতি দর্শনেও কঠোরভাবে অহিংসা ব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকল জীবের প্রতি অহিংসা প্রদর্শনের ধারণাটি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের নৈতিক আলোচনার মূল ভিত্তি I ভগবান শাক্যমুনির মতানুযায়ী, হিংসা হল এমন এক প্রকার চিত্তদোষ যা মানুষের দুঃখমুক্তির পথকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে I এই হিংসা মানুষকে দুঃখময় পার্থিব জগতের উর্দ্ধে উঠতে বাধা প্রদান করে I তাই হিংসা অবশ্য পরিত্যাজ্য I আধুনিক যুগে অহিংসা নীতির ব্যাখ্যাকার হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর নাম সর্বজনবিদিত I

জৈন ধর্মে অহিংসাঃ অহিংসা হল জৈন আচার-দর্শনের ভিত্তিভূমি । জৈন ধর্মের সমস্ত আচার বিধি এই অহিংসা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্বাক ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতন জৈন দার্শনিকগণও মোক্ষ বা মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেন I জৈন মতে এই মোক্ষ বা মুক্তি হল জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের ঘটনা প্রবাহ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি। মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর আত্মা অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি ও অনন্ত আনন্দের আশ্রয় রূপে অবস্থান করে I তবে এই মুক্তির পথ সহজলভ্য নয় I জৈনগণ মোক্ষলাভের জন্য তিনটি অপরিহার্য শর্তের কথা উল্লেখ করেন, এগুলি হল-সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র I এই তিনটি শর্ত একত্রে ত্রিরত্ন নামে প্রসিদ্ধ I অর্হম্মুনি কৃত প্রবচনসংগ্রহ পরমাগমসার নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে - "সম্যগদর্শনজ্ঞানচরিত্রাণি মোক্ষমার্গাঃ।" জৈন মতে মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে ত্রিরত্নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধন সম্যক্ চরিত্র অর্জনের জন্য পঞ্চ-মহাব্রত কঠোরভাবে পালনের উল্লেখ রয়েছে । এই পঞ্চমহাব্রত হল - "অহিংসাসুনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ"- অর্থাৎ অহিংসা ব্রত, সুনৃত ব্রত, অস্তেয় ব্রত, ব্রহ্মচর্য ব্রত ও অপরিগ্রহ ব্রত - এই পাঁচটিকে একসঙ্গে পঞ্চ-মহাব্রত বলা হয় I পঞ্চমহাব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হল-অহিংসা I অহিংসার অর্থ হিংসার পরিত্যাগ I জৈন মতানুসারে প্রত্যেক দ্রব্যে জীবের বাস I তাই অহিংসা বলতে বোঝায় সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করা I অর্থাৎ যেসব কর্মের দ্বারা চর ও অচর জীবিত পদার্থের অনিষ্ট বা জীবনহানি ঘটে তা হতে বিরত থাকাই হচ্ছে অহিংসা ব্রত। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে - "চরাণাম্ স্থাবরাণাম্ চ তদ্হিংসাব্রতম্ মতম্" অর্থাৎ গতিমান ও গতিহীন সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা I শুধুমাত্র কাজের দ্বারা নয়, চিন্তা বা বাক্যের দ্বারাও কোনো জীবের প্রতি হিংসা করা বা হিংসা-কর্ম সমর্থন করা উচিত নয় I জৈন শ্রমণরা এই অহিংসা ব্রতের পালন অধিক নিষ্ঠা ও তৎপরতার সাথে করে থাকেন I যাতে নিজের অজান্তে কোনো হিংসা না ঘটে যায় সেই কারণে জৈন সাধুরা বর্ষাকালে তিন মাস ঘর থেকে বের হন না এবং নাকের উপর একখন্ড কাপড় দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা ছোট ছোট প্রাণী নাকের ভিতর চলে না যায় I এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হলে অজ্ঞাতসারে জীব হিংসার সম্ভাবনা থাকে না I কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য জৈনগণ দুই ইন্দ্রিয় যুক্ত জীব পর্যন্ত হত্যা না করার নির্দেশ করেছেন I তবে এখানে অহিংসা নিষেধাত্মক আচরণ নয় I বরং একে ভাবাত্মক আচরণ বলা যায় I কেননা অহিংসা বলতে জীবের প্রতি কেবল হিংসা ত্যাগ করাকে বোঝায় না, পাশাপাশি জীবের প্রতি প্রেম বিতরণ করাকেও বোঝায় I অহিংসার পালন মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা করতে হয় I হিংসাত্মককর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং অন্যকে হিংসামূলক কার্যে উৎসাহিত করা হচ্ছে অহিংসাব্রতকে উল্লঙ্ঘন করা I এই সিদ্ধান্তের দ্বারা মূলত জৈনগণ বোঝাতে চেয়েছেন যে, সকল জীবই সমান, তাই কোনো জীবকে হিংসা করা অধর্ম I মঠবাসী সন্ন্যাসীরা কোনো অবস্থাতেই এমনকি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য কায়িক, বাচিক ও মানসিক হিংসায় লিপ্ত হবেন না I কিন্তু সংসারী জীবের পক্ষে এই প্রকার কঠোর অহিংসা ব্রত পালন করা সম্ভব নয় I প্রাণ ধারণের জন্য, কৃষিকাজের জন্য গৃহী যদি এক ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব হত্যা করে, যেমন বৃক্ষ, তরুলতা ছেদন করে অথবা প্রাণ ধারণের জন্য সেসব খাদ্য বস্তু রূপে গ্রহণ করে, তাহলে তা অনৈতিকরূপে গ্রাহ্য হবে না I কোনো ত্রস জীব যদি কোনো গৃহীর প্রতি আক্রমণাত্মক হয় অথবা কোনো ত্রস জীবের প্রতি গৃহী যদি অনিচ্ছাকৃত আঘাত করেন তাহলে তিনি অহিংসা ব্রত লঙ্ঘনকারী বলে বিবেচিত হবেন না I তবে এই নিয়ম শুধুমাত্র গৃহীদের প্রতি প্রযোজ্য, কেননা দৈনন্দিন জীবনে গৃহীদের এমন কিছু কর্ম করতেই হয় যাতে অন্যান্য জীবের অনিষ্ট সাধিত হয় এই কথা মাথায় রেখেই জৈনরা গৃহীদের জন্য অহিংসা ব্রতকে শিথিল করেছেন I শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার

জন্য সংসারী মানুষ প্রয়োজনীয় হিংসার আশ্রয় নেন। খাদ্যগ্রহণ করার সময় গৃহী অবশ্যম্ভাবী হিংসার সম্মুখীন হন। এই কারণে জৈনরা জীবনধারণের জন্য আবশ্যক নয় এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য গৃহীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন-মাংস, মধু, মদ, মাখন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য গৃহীদের জন্য নিষিদ্ধ। মধু সংগ্রহ করার সময় জীবের প্রাণহানি হয়, মদ প্রস্তুত করার সময় যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়-মদ গ্রহণ করলে তাদের জীবননাশ হয়। আর মাংস সরাসরি জীবননাশের কারণ। এছাড়া অধিক বীজযুক্ত ফল গৃহীদের পক্ষে বর্জনীয়। এই সকল প্রকার অবশ্যম্ভাবী হিংসা যা গৃহী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে করে থাকেন তাও অবশেষে পরিত্যাগ করতে হয়। ধর্মের নামে হিংসাকেও জৈনরা সমর্থন করেন না। যদিও প্রতিটি ধর্মের নৈতিক দিক হল অহিংসা এবং সর্বজীবে প্রেম তথাপি আমরা আমাদের এই তথাকথিত ধর্মের নামে প্রায়শই হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হই। জৈনরা ধর্মের নামে এইসব হিংসাত্মক কার্যকলাপের ঘোরতর বিরোধী।

অহিংসা ও বৌদ্ধধর্মঃ জৈন দর্শনের তুলনায় বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসার ধারণাটির বিস্তৃতি অনেক বেশি। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসার ধারণাটি জৈন ধর্মের অহিংসার উন্নততর রূপ। অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার মূর্ত প্রতীক হলেন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব। সকল প্রকার সচেতন বস্তুর ক্ষতিসাধন না করা-এটি অহিংসার নেতিবাচক দিক হলেও সর্বজীবে প্রেম বিতরণ ও সমবেদনার মত সদর্থক নৈতিক আচরণ অনুশীলন ব্যতীত তা অসম্পূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। যদিও জৈন নীতিদর্শনে অহিংসার এই ইতিবাচক দিকটি উল্লিখিত হয়নি তা নয়। বরং জৈন নীতিদর্শনে অহিংসা তত্ত্বের এই ইতিবাচক দিকটি ঠিক সেই ভাবে বিকশিত হয়নি। বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসা নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় নৈতিকতার দিকটিই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে যে পাঁচটি অনুশাসনের উল্লেখ আছে তার মধ্যে অহিংসা হল অন্যতম। জৈন ধর্মে শুধুমাত্র জীবন্ত সত্তাকে হত্যা করা বা ক্ষতি করা নয় বরং জীবন্ত সত্তাকে ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করা বা এইরূপ উদ্দেশ্য থাকা প্রাণহরনের মতোই পাপকার্য বলে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনে শুধুমাত্র হিংসাত্মক আচরণ বা অশুভ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশই দেওয়া হয় না বরং অন্তরে শুভ কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার উপদেশও দেওয়া হয়।

যোগ দর্শনে অহিংসাঃ মহর্ষি পতঞ্জলি কর্তৃক লিখিত যোগসূত্রে অহিংসা নীতির উল্লেখ রয়েছে। তত্ত্বের দিক থেকে যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের অনুগত হলেও সাংখ্য দর্শনে সাধনার দ্বারা বিবেকজ্ঞান লাভকে দুঃখ-মুক্তি বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই বিবেকজ্ঞান কিভাবে লাভ করা যাবে সেই বিষয়ে সাংখ্য দার্শনিকরা কোনো আলোকপাত করেন নি। কিন্তু যোগ দর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভের সেই উপায় নির্দেশিত হয়েছে। বিবেকজ্ঞান হল আত্মা বা পুরুষ এবং অনাত্মা বা প্রকৃতির মধ্যে ভেদজ্ঞান। যোগদর্শন মতে একমাত্র যোগসাধনার দ্বারাই বিবেকজ্ঞান লাভ করা যায়। চিত্ত অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যকে নিবৃত্ত করতে পারলেই বিবেকজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আর চিত্তের চাঞ্চল্যকে দূর করার নিমিত্ত যোগদর্শনে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে প্রথম যোগাঙ্গ হল - 'যম'। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ - এই পাঁচটি সাধনকে একত্রে বলা হয় 'যম'। যোগ দর্শনে অহিংসা বলতে সর্ববিধ হিংসা জনক ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়। জীব হত্যা, কটু বাক্য দ্বারা অপরকে আঘাত করা এবং অপরের ক্ষতির কথা চিন্তা করা এই সবই হিংসার অন্তর্গত। জীবের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে মিত্রতা সুলভ আচরণ, সর্বজীবে প্রেম ভালবাসা বিতরণের মধ্য দিয়ে জীব তার মোক্ষ লাভের পথকে প্রশস্ত করে।

গান্ধীদর্শনে অহিংসা নীতির গুরুত্বঃ বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরম ধর্ম" - এই মূলমন্ত্রকে একান্তভাবে আত্মস্থ করে অহিংসার সর্বব্যাপী স্পন্দনকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মূল কান্ডারী জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আধুনিক যুগে অহিংসার একটি মূর্ত প্রতীকরূপে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসাকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করেন। সহিংস এবং সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। গান্ধীজীর সমগ্র জীবন দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি অহিংসা এবং সত্যকে একই মুদ্রার দুটি দিক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে গান্ধীজীর অহিংসাতত্ত্ব জৈন দর্শনের অহিংসা নীতির ন্যায় কঠোর নয়। কেননা তিনি জানতেন যে, বাস্তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিংসাকে এড়িয়ে চলা সম্ভবপর নয়, যেমন ব্যক্তির হাঁটা-চলা-কথা বলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে, খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভৃতি আরও অনেক ক্ষেত্রে আমরা অপরের দেহকে আঘাত না করে নিজ দেহ ধারণ করতে পারি না। গান্ধীজী মনে করেন, অহিংসা মানুষের মধ্যে অবস্থিত এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু ব্যক্তি মধ্যস্থ রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি অহিংসা প্রবৃত্তিকে সাময়িকভাবে আবৃত রাখে। ফলে ব্যক্তি নানা প্রকার হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হয়। একমাত্র আত্ম-উপলব্ধির দ্বারাই ব্যক্তি তার নিজের মধ্যেকার পাশবিক প্রবৃত্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। সমগ্র জীবজগত একই পরমাত্মার বিভিন্ন অংশমাত্র-এই বোধ জাগ্রত হলেই মানুষের মধ্যেকার পশুশক্তি বিনষ্ট হবে এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি অহিংসাত্মক গুণগুলি জাগ্রত হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন যে, সশস্ত্র হিংসার পথে শত্রুকে জয় করা যায় না, কেবলমাত্র দমন করা যায়। দমন পীড়নে হিংসার নিবৃত্তি হয় না বরং তা বৃদ্ধি পায়। অহিংসা পথের দ্বারা প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করে তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করা হয় এবং পরিণামে প্রতিপক্ষের অন্তরের বৈরীভাব দূর হলে উভয়পক্ষ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একমাত্র অহিংসা পথের দ্বারাই প্রতিপক্ষীর অন্তরশুদ্ধি ঘটিয়ে তাদের ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করে সমাজে সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। তবে ক্ষেত্রবিশেষে গান্ধীজি অহিংসা পথেও অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর মতানুসারে অহিংসার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় হিংসা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। জীবন রক্ষা করার জন্য, সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহের জন্য আঘাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা গান্ধীজী স্বীকার করেছেন। তা সত্ত্বেও গান্ধীজি মানুষকে অহিংসা এবং সত্যের জন্য সতত সচেষ্ট থাকতে বলেছেন। গান্ধীজী তার অহিংসা নীতিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নৈতিক শক্তির দ্বারা রাজনীতির কদর্য রূপকে এক সুস্থ ও উন্নততর রূপ দিতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী অহিংসাকে অসীম, সর্বশক্তিময় এবং ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে হিংসাকে একমাত্র অহিংসার দ্বারাই বশ করা যায়। অহিংসা হল সর্বব্যাপক এক চিরন্তন নীতি যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভালোবাসা প্রসারিত করে। তিনি অন্যায়কারীকে ভালবাসতে বললেও কখনোই তাঁর অন্যায়কার্যকে ভালবাসতে বলেন নি, পাপীকে ক্ষমা করতে বললেও কখনোই তাঁর পাপকার্যকে ক্ষমা করতে বলেন নি। গান্ধীজীর অহিংসার ধারণার সঙ্গে প্রেম, ভালোবাসা, সাহস, সংযম ইত্যাদি মানবিক প্রবৃত্তিগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

উপসংহার : 'অহিংসা' নামক এই নৈতিক তত্ত্বটি ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রে উল্লিখিত নিছক তত্ত্বকথা নয় বরং ব্যবহারিক জীবনে এই নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। জৈন নীতিতত্ত্বে এমন কিছু নৈতিক ভাবনা স্থান পেয়েছে যা এককথায় অনবদ্য ও অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রসঙ্গে প্রথমে অহিংসা ব্রতের কথা উল্লেখ করতে হয় । ব্যক্তির সামাজিক, আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক জীবনে এবং আদর্শে সর্বত্র অহিংসার প্রতিফলন বাস্তবে অতি বিরল দর্শন । অহিংসা মানুষের মধ্যে অবস্থিত একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । কিন্তু ব্যক্তি মধ্যস্থ রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি অহিংসা প্রবৃত্তিকে সাময়িকভাবে আবৃত রাখে । ফলে ব্যক্তি নানাপ্রকার হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হয় । কথায় কথায় যুদ্ধ এবং মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ বর্তমান যুগে যেন এক সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে । হিংসার বদলে হিংসা, সন্ত্রাসের বদলে সন্ত্রাস । এই হিংসা নিরসনের একমাত্র উপায় হল অহিংসা নীতির প্রয়োগ । অহিংসা নীতি কোনো নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং এটি হল একটি সক্রিয় শক্তি যা মানুষের মধ্যেকার আসুরিক প্রবৃত্তি গুলির বিনাশ ঘটিয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি অহিংসাত্মক গুণগুলি জাগ্রত করতে সক্ষম । ভালোবাসার বন্ধন হল এমন এক বন্ধন যা মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে । পারস্পরিক প্রেম, সহযোগিতা, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের দ্বারা আমরা নিজেরাই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারি । আজ যে পরিবেশ নিয়ে মানুষ এত ভাবিত এবং চিন্তিত সেই পরিবেশকে অর্থাৎ গাছপালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সর্বাধিক সুরক্ষা প্রদান করার চিন্তা জৈনদের অহিংসা তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । তাই জৈন নীতিতত্ত্ব তৎকালীন সময়ে যতখানি প্রাসঙ্গিক ছিল, আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক । বুদ্ধদেবের জীবন দর্শন হচ্ছে অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে নিজেকে সমর্পিত করা । বুদ্ধের দর্শন তাই শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ । নৈতিকতার অবক্ষয়ের দরুণ আজ বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা হয়েছে সেখানে বুদ্ধদেবের অহিংসানীতির চর্চা মানবজাতির মুক্তি লাভের সহায়ক হতে পারে । প্রগতিশীল উন্নয়নের হাত ধরে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করছে ঠিকই কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে মানুষের মধ্যকার নৈতিকতা, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ । সমগ্র মনুষ্য সমাজ আজ পরস্পরের সর্বনাশ করার জন্য সদা তৎপর । সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের অভাব আজ দিকে দিকে প্রকট ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে । এমন সময় বুদ্ধদেবের সেই মহান বাণীর কথা মনে পড়ে যায় - বৈরিতা দিয়ে বৈরিতা, হিংসা দিয়ে হিংসা কখনো প্রশমিত হয় না, বরং অহিংসা দিয়ে হিংসাকে, অবৈরিতা দিয়ে বৈরিতাকে প্রশমিত করতে হবে । বর্তমান শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের এই বাণীকে সম্যক গ্রহণ করলে হিংসা ও হানাহানি থেকে বিশ্বকে মুক্ত করা সম্ভব । আধুনিক যুগে গান্ধীজি অহিংসাকে সমাজের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । অপর ব্যক্তিকে শত্রু জ্ঞান করার আগে নিজের অন্তরের রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে শত্রুজ্ঞান করা উচিত। কেননা 'আমার শত্রু স্বয়ং আমি নিজেই' - এই বোধ যার মধ্যে জাগ্রত হবে সে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি শত্রুপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে । যুদ্ধ-রক্ত-সফলতার মহাকাব্য মহাভারতেও 'অহিংসা'কে সর্বোত্তম বলা হয়েছে । এই মহাভারতেরই অংশ গীতায় এমন কিছু হিংসার উল্লেখ আছে যা আপাতভাবে হিংসা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হিংসা নয় । যেমন-আত্মরক্ষার্থে, সমাজ রক্ষার্থে, দেশ রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ হিংসাত্মক কর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও তা প্রকৃত হিংসা নয় । গীতায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের অস্ত্র ধারণ আদপে কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে নয় বরং এই অস্ত্র ধারণ বৃহৎস্বার্থে, সমাজের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ। যদি কেউ নিজেকে বাঁচানোর জন্য অস্ত্র ধারণ করেন

বা রাজা যদি তার নিজের রাজ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করেন তাহলে সে অস্ত্র ধারণ কখনোই প্রকৃত হিংসাত্মক কর্মের পরিচায়ক হতে পারে না। কিন্তু যদি কেউ অন্য রাজ্যের ধন-সম্পত্তি লুঠ করার উদ্দেশ্যে অন্য রাজ্যকে আক্রমণ করে তাহলে তার এরূপ আচরণ প্রকৃত হিংসাত্মক কর্ম বলে পরিগণিত হবে। ধর্মরক্ষার নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা আদপে হিংসারই নামান্তর। হিংসার ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেতে সমগ্র বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে অহিংসা তত্ত্বটি তাই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, বেদাদিশাস্ত্রে উল্লিখিত অহিংসা নীতি আদপে যে নিছক তত্ত্বকথা নয় তা প্রমাণ করার জন্য মানুষকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২. ঘোষ, শ্রী জগদীশচন্দ্র, শ্রীগীতা, নারায়ণ প্রকাশনী।

৩. তুলনামূলক আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারত, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ বুক ডিপো

৪. সেন, অমূল্যচন্দ্র, জৈন ধর্ম, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ,।

৬. বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা, 1978

৭. সায়ন মাধব, সর্বদর্শনসংগ্রহ, প্রাচ্যবিদ্যাসংশোধন মন্দির

৮. হরিভদ্রসুরি, ষড়দর্শনসমুচ্চয়, চৌখাম্বা, বারানসী, ১৯৬৯

৯. Ahimsa, anekanta and Jainism, Sethia Tara edition, Motilal Banarsidass, Delhi.

১০. Bhargava, Dayananda, Jaina Ethics, Motilal Banarasidas, Delhi, 1st Edition, 1968

১১. Bandopadhaya, Sailesh Kumar, "The Quit India Resolution", My Non-Violence. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1960

১২. Studies in Jainism, The Ramkrishna Mission Institution of Culture, 1st Edition, 1997